পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

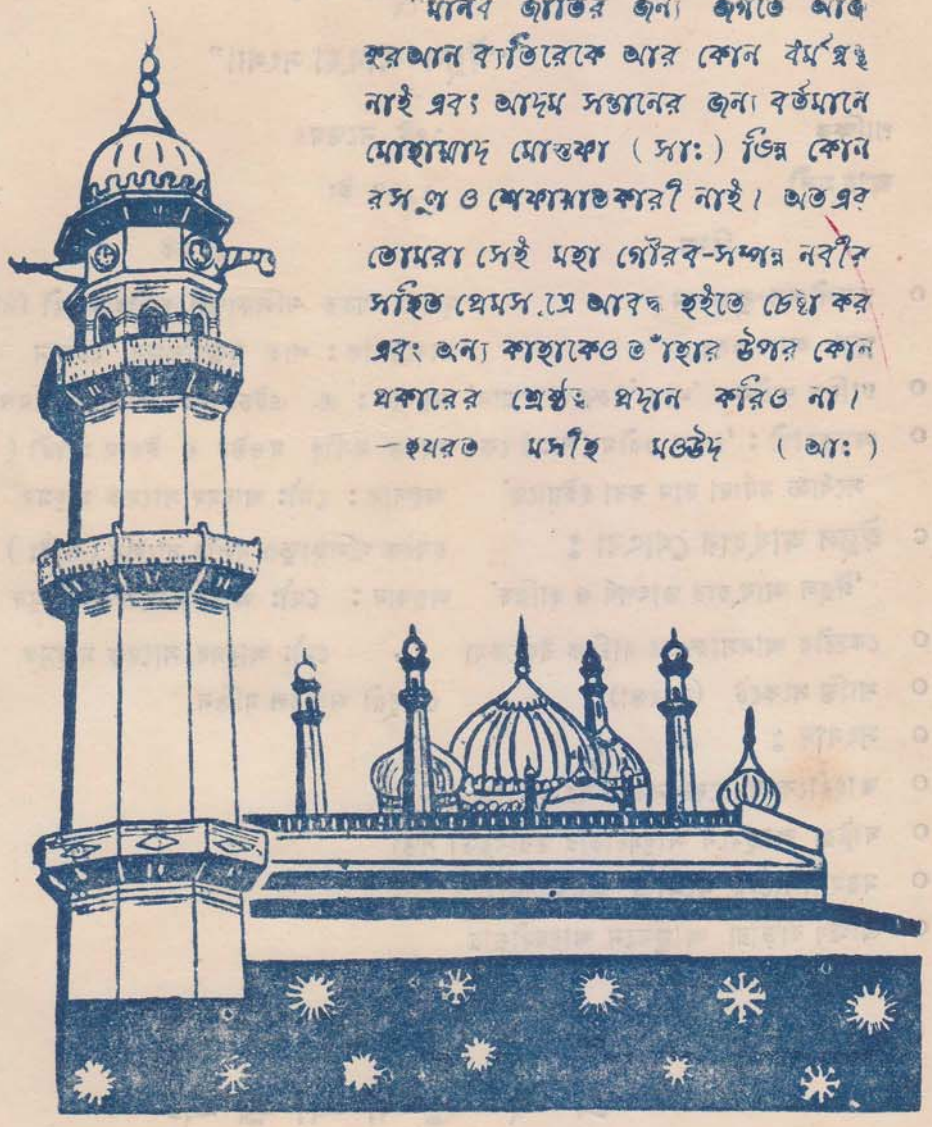

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৯শে, কার্ত্তিক, ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৭ ইং : ৩রা জিলহজ্জ, ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

"ঈদুল আযহা সংখ্যা"

পাক্ষিক আহমদী | ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৭ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সুরা আল-কদর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১
o হাদিস শরীফ : 'শা'য়া'ইরুল্লা'র সম্মান'	অনুবাদ : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার	৫
o অমৃতবাণী : 'রসুল করীম (সাঃ)-কে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মদ	৭
o ঈদুল আযহার খোৎবা : 'ঈদুল আযহার তাৎপর্য ও দায়িত্ব'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৯
o কেন্দ্রীয় আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা	,, মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ	১৩
o শান্তি সংকটে (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২০
o সংবাদ :		
o তাহরীকে-জদীদের নব বৎসর ঘোষিত		২১
o ঘাটুরা আঞ্জুমনে আহ্মদীয়ার তরবিয়তী সভা		২১
o ময়মনসিংহের মনোজ্ঞ আলোচনা		২২
o ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমনে আহ্মদীয়ার সালানা জলসা উদযাপন		২৩

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে আমাদের আন্তরিক 'ঈদ মোবারক' পেশ করিয়া আল্লাহতায়ালার দরবারে এই দোওয়া করিতেছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে এই মহান পবিত্র ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি ও দায়িত্ব পালন করিবার এবং উহার সার্বিক বরকত ও কল্যাণে ভূষিত হইবার তওফিক দান করেন। আমিন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১০শ সংখ্যা

২৯শে কার্ত্তিক ১৩৮৪ বাং : ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৭ ইং : ১৫ই নবুওত, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা আল-কদর

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে লিখিত ইংরেজী কমেন্ট্রী হইতে আংশিক বঙ্গানুবাদ)। —শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

ভূমিকা :

কুরআন করীমের কোনো কোনো ভাষ্যকারের ধারণা, এই সুরা মদীনায় নাযেল হইয়াছে। কিন্তু, ইহা ভুল ইতিহাস এই ধারণার সমর্থন করে না ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বা উপাদানসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে যে, 'আল-কদর' একটি মক্কী সুরা, এবং নবুওত লাভের প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ। এই মতই পোষণ করেন ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়ের এবং আয়েশা রাঃ)-এর ন্যায় সর্বজনমান্য খ্যাতনামা অথরিটিবৃন্দ। নোলডেক ইহাকে সুরা 'আয-যোহার' পরেই স্থান দিয়াছেন এবং 'আয যোহা' প্রথম দিকে অবতীর্ণ একটি মক্কী সুরা। পূর্ববর্তী সুরা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি এই হুকুম দানের মাধ্যমে শুরু হইয়াছে যে, কুরআন করীম পাঠ করো, প্রচার করো এবং ইহার বাণীকে জগৎময় ঘোষণা করো বর্তমান সুরার মধ্যে আলোচিত হইয়াছে কুরআন করীমের মহিমান্বিত মর্যাদা এবং সৌন্দর্যের কথা। এ সুরার সুচনাতেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কুরআন নাযেল হইয়াছে 'লাইলাতুল কদরে' অর্থাৎ ডিক্রিদত্ত রাত্রিতে; সৌভাগ্য নিশীতে, 'মর্যাদার রজনীতে'। এই সৌভাগ্য, এই মর্যাদার রজনীকে কুরআন করীমের অন্যত্র (৪৪ : ৪) আখ্যায়িত করা হইয়াছে 'আশীষ মণ্ডিত রাত্রি' বলিয়া। বিছমিল্লাহ বাদে এই সুরায় মাত্র পাঁচটি ছোট ছোট আয়াত রহিয়াছে। কিন্তু তবু ইহার তফসীর গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভরপুর।

سورة القدر مكية

সূরা কদর, মক্কা অবতীর্ণ

بسم الله الرحمن الرحيم ○ (১) আল্লার নামে, যিনি স্বভাবতই দানশীল ও দয়াময়।

انا انزلناه في ليلة القدر ○ (২) নিশ্চয়ই, আমরা ইহাকে নাযেল করিয়াছি সৌভাগ্য নিশীথে। (ক)

وما ادراك ما ليلة القدر ○ (৩) এবং তুমি কেমন করিয়া জানিবে, এই সৌভাগ্য নিশীথ কি? (খ)

ليلة القدر خير من الف شهر ○ ৪) এই সৌভাগ্য নিশীথ এক হাজার মাস হইতে উত্তম। (গ)

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم - من كل امر ○ (৫) ইহাতে অবতীর্ণ হয় ফেরেস্তাবৃন্দ এবং রূহ তাহাদের প্রভুর হুকুমে সকল ব্যাপারে ঐশী ডিক্রি সহ। (ঘ)

سلام - هي حتى مطلع الفجر ○ (৬) শান্তি উষার উন্মেষ পর্যন্ত।

শব্দার্থ ঃ القدر—সৌভাগ্য, তকদীর। ইহার উৎপত্তি হইয়াছে قدر (কাদার) হইতে। قدر—পরিমাপ, সীমা, সংখ্যা, মূল্য (value), দাম (worth) মহত্ব; শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা, মর্যাদা; শক্তি, ক্ষমতা, ডিক্রী, ভাগ্য, বিধান (লেন ও আকরাব)।

(ক) তফসীর ঃ সাধারণতঃ ليل এবং ليلة শব্দ দুইটির অর্থ একই অর্থাৎ রাত্রি। কিন্তু বিখ্যাত শব্দ-বিশারদ মার্জুকীর মতে ليل শব্দটি نهار শব্দের প্রতিশব্দ এবং ليلة হইতেছে يوم-এর প্রতিশব্দ।

ليلة শব্দটি ليل হইতে অধিকতর ভাবপরিবহণে সক্ষম এবং ইহার অর্থও অধিকতর ব্যাপক। তেমনি يوم শব্দটিও نهار হইতে অধিকতর গভীর এবং ব্যাপক। ليلة শব্দটি কুরআন করীমে আট বার আসিয়াছে। তিনবার আলোচ্য সুরায় এবং বাকী পাঁচ বার অন্যত্র (২ : ৫০; ২ : ১৮৮; ৪৪ : ৪ দু বার ৭ : ১৭৩)। এবং প্রতিবারই ইহার উল্লেখ

হইয়াছে কুরআন করীমের নযুল বা অনুরূপ কোনো প্রসঙ্গে। সুতরাং এই শব্দ দ্বারা ঐ সকল রাত্রির মর্যাদা, ম্যাজেষ্টি এবং মহিমার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে, যে রাত্রিগুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছে কুরআন করীম। إِنَّا শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং لَيْلَةٍ শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইতে পারে :

(১) কুরআন করীমকে আমরা এমন এক রাত্রিতে নাযেল করিয়াছি, যে রাত্রিকে আমরা বিশেষভাবে আলাদা রাখিয়াছি আমাদের বিশিষ্ট শক্তিসমূহের প্রকাশের জন্য অর্থাৎ এমন এক সময়ে আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি, যে সময় সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে।

(২) কুরআন করীমকে আমরা এমন একটি রাত্রিতে নাযেল করিয়াছি যাহা অন্য সকল রাত্রিকে একত্রিত করিলে, তাহার সমান হইবে। অর্থাৎ এই একটি রাত্রের মূল্য সমগ্র মানবজাতির জীবনের মূল্যের সমান।

(৩) ইহাকে আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি সম্মানের শর্বরীতে. ম্যাজেষ্টি ও মর্যাদার রজনীতে, অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা সকল শত্রুতা—সমালোচোনার বহু উর্ধে বিদ্যমান।

(৪) ইহাকে আমরা প্রাচুর্যের নিশীথে নাযেল করিয়াছি। অর্থাৎ কুরআন মানুষের যাবতীয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রর্থনা ও প্রয়োজনকে এমনভাবে মিটাইতে সক্ষম যে, মানুষকে আর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের দ্বারস্থ হইতে হয় না।

(৫) ইহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি 'ভাগ্য রজনীতে'। অর্থাৎ এমন সময়ে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে যখন মানব-ভাগ্য সম্পর্কে ডিক্রী দান করা হইয়াছে; বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ প্যাটার্ণ নির্ধারিত হইয়াছে; অনাগত ভাগ্যের সকল কালের সকল মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে হেদায়েতের নীতি-বিধান।

(৬) কোনো মোজাদ্দেদ বা ধর্ম-সস্কারকের আবির্ভাবের কালকেও 'লাইলাতুল কদর' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কারণ, সেই সময়ে পাপ ও পঙ্কিলতার প্রবল বন্যা বহিতে থাকে, এবং অন্ধকারের শক্তিসমুহ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

(৭) রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যেকার সেই বিশেষ বেজোড় রাত্রিকেও 'লাইলাতুল কদর" বলা হয়, যে রাত্রিতে প্রথম কুরআনের নযুল শুরু হইয়াছিল। অথবা ইহা হযরত রসুল করীম (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লম)-এর নবুওতের গোটা ২৩ বৎসরকাল (যে সময়ে ক্রমাগতভাবে নাযেল হইয়াছে কুরআন) সকলার্থেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

(ক) তফসীর ঃ এই আয়াতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, এই 'ভাগ্য রজনীর' আশীষ বা কল্যাণ সীমাহীন, সংখ্যাতীত।

(গ) তফসীর ঃ الْفُ অর্থ এক হাজার। আরবীতে সংখ্যা গণনায় ইহা সর্বোচ্চ সংখ্যা। অতএব, ইহাতে বেহিসাব সংখ্যার কথা বলা হইয়াছে। কাজেই বলা হইয়াছে যে, সৌভাগ্য রজনী অসংখ্য মাসের চাইতেও উত্তম। অর্থাৎ হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কাল বাকী সকল সময়ের অপেক্ষা তুলনাহীন-ভাবে উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। এছাড়া এই আয়াতে এই কথার দিকেও ইংগিত রহি-য়াছে যে মক্কায় মুসলমানগণ তাহাদের সেই নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা-উদ্বেগের রাত্রিতে, যখন তাহাদের জীবন হইতে সকল আশা ও ভরসার আলোক তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহাদেরকে যে কোরবাণী করিতে হইয়াছিল, তাহা তাহাদের পরবর্তীকালের সকল কোরবাণী অপেক্ষা অনেক বড় কোরবাণী ছিল।

شَهْر (শাহ্‌র) কথাটির একটি অর্থ হইতেছে বিদ্বান ব্যক্তি। এই অর্থে এই আয়াতের তাৎপর্য্য হইতেছে যে, সৌভাগ্য রাজনীতে যে গ্রন্থ নাযেল করা হইতেছে তাহাতে যে আধ্যাত্মিক মারেফত বা রুহানী বিকাশ, ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞার রহস্যাবলী নিহিত থাকিবে তাহা পৃথিবীর সকল বিদ্বান মানুষের যৌথ ও জোরালো প্রচেষ্টায় অর্জিত সকল প্রকারের জ্ঞানের চাইতে সংখ্যায় অধিকতর হইবে এবং মানে উন্নততর হইবে। এই আয়াতে এই সত্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে. প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সংস্কারক বা মুজাদ্দিদের আগমন হইতে থাকিবে এক হাজার মাসে মোটামুটিভাবে প্রায় এক শতাব্দী হয়। হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহো ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভেই ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য মুজাদ্দিদ প্রেরণ করিবেন (ইবনে মাজা)। অতএব, لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লাইলাতুল কদর) বলিতে প্রত্যেক মুজাদ্দিদের আগমন কালকেও বুঝাইতে পারে।

(খ) তফসীর ঃ এখানে الرُّوح কথাটি একটি নতুন আত্মাকে বুঝাইতেছে, জাগরণ, জোশ ও দৃঢ়চিত্ততাকে বুঝাইতেছে। এই আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হইতেছে যে, সৌভাগ্য রজনীতে বা লাইলাতুল কদরে খোদাতায়ালার ফেরেশতারা পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসেন খোদাতায়ালার রসুল বা মুজাদ্দিদকে তাঁহার সত্য প্রচারের কাজে সহায়তা করার জন্য। ইহাতে তাঁহার অনুসারীবৃন্দ নতুন জীবন লাভের ন্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। নতুন আত্মার স্পর্শে নতুন উদ্যমে জাগিয়া উঠিয়া ঐ ঐশীবাণীর প্রসার ও প্রচারের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মনিয়োগ করে।

(৮-এর পৃঃ দেখুন)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শায়া'ইরুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সাল'ম তৃতীয় বার দীর্ঘ সময় পরে আসিয়াছিলেন। হযরত ইসমায়ীল (আঃ) যমযমের বড় বৃক্ষের নীচে বসিয়া তাঁহার ধনুক ঠিক করিতেছিলেন। হযরত ইসমায়ীল (আঃ) পিতাকে দেখিয়া ভাবাতিশয্যে তাঁহার সম্মমার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এমনভাবে মিলিত হইলেন যেমন পিতাপুত্র প্রীতি ও স্নেহ এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম পুত্র ইসমায়ীলকে বলিলেন : 'আল্লাহতায়ালা আমাকে এক আদেশ দিয়াছেন। তাহা পালন করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি' হযরত ইসমায়ীল (আঃ) বলিলেন : 'আপনার প্রভূ (রব্ব' আপনাকে যে আদেশ দিয়াছেন তাঁহার সন্তুষ্টি সাধনার্থে তাহা আপনি জরুর পালন করুন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন : 'উহাতে তোমার সাহায্য আবশ্যক'। হযরত ইসমায়ীল বলিলেন 'আমি ভৃত্য। সর্বোপায়ে সাহায্য করিব'। ইহাতে হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম হাত দিয়া নিকটস্থ এক উচ্চ টিলার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন : 'আল্লাহতায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমি ঐস্থানে তাঁহার গৃহ নির্মাণ করি।' বস্তুতঃ, উভয়ে মিলিয়া বয়তুল্লাহর ভিত্তি উঠাইলেন। ইসমায়ীল (আঃ) প্রস্তর আনিতেন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম দেয়াল তৈরী করিতেন। দেয়াল কিছু উঁচু হইলে পর হযরত ইসমাইল আলাইহেস্ সালাম 'হাজরে-আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) উঠাইয়া হযরত ইব্রাহীমের পার্শ্বে আনিয়া রাখিলেন, যাহাতে তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া দেয়াল তৈরী করেন।

যাহা হউক, ইসমাইল (আঃ) প্রস্তর আনিয়া ধরিতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দেয়াল তৈরী করিয়া যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে মিলিয়া দোয়া করিতেন : 'হে আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভূ, আমাদের রাব্ব, তুমি আমাদের এই পরিশ্রম গ্রহণ কর তুমি দোয়া শোন এবং হৃদয়ের অবস্থা জান।'

অন্য এক রেওয়াএতে আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম হযরত ইসমায়ীল (আঃ) ও হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ)-কে সঙ্গে নিয়া চলিলেন। তাঁহার নিকট এক মশক পানি ছিল। হযরত হাজেরাহ্ মশক হইতে পানি পান করিতেন এবং শিশুকে স্তন্য পান করাইতেন। যাইতে যাইতে ঐস্থানে পৌঁছিলেন, যেখানে এখন মক্কা শহর অবস্থিত। সেখানে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। উহার নীচে হযরত হাজেরাহ্ ও ইসমায়ীল (আঃ)-কে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। হযরত হাজেরাহ্ বিস্ময় বহ্বল হইয়া পিছনে পিছনে গেলেন। যখন হযরত ইব্রাহীম 'কাদা' নামক স্থানের নিকট পৌঁছিলেন, তখন হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) তাঁহাকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন: 'ইব্রাহীম, এই নির্জন মরু প্রান্তরে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন?' হযরত ইব্রাহীম উত্তর করিলেন: 'আল্লাহ্তায়ালার সোপর্দ করিয়া যাইতেছি।' ইহাতে হযরত হাজেরা (রাযিঃ) বলিলেন: 'আমি আমার আল্লাহ্র এই ফয়সালায় সন্তুষ্ট। তিনি নিশ্চয় আমাদিককে হিফাযত করিবেন।' তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। মশক হইতে পানি পান করিতেন। শিশুকে স্তন্য দান করিতেন। যখন পানি শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি মনে করিলেন, এদিকে সেদিকে পানি দেখা উচিত এবং কোনো মানুষের সন্ধান করা উচিত। হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) 'সাফা' পাহাড়ে উঠিয়া এদিক সেদিক দেখিলেন। কেহই দেখা গেল না। অতঃপর, তিনি নীচে উপত্যকায় অবতরণ করিলেন এবং দৌড়াইয়া 'মারওয়াহ্' পাহাড়ে উঠিলেন। চতুর্দিক দেখিলেন। কেউ দেখা গেল না। অতঃপর, তাঁহার মনে হইল, 'শিশু পুত্রকে যাইয়া দেখি, তাহার অবস্থা কি?' তিনি আসিয়া দেখিলেন যে শিশুর অবস্থা সংকটাপন্ন, মৃত্যুর কাছাকাছি। তিনি এই দুঃখব্যঞ্জক দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। আবার এই মনে করিয়া যে, হয়ত কাহাকেও দেখা যাইবে, দৌড়াইয়া সাফা পাহাড়ে উঠিলেন। এদিকে সেদিকে দেখিলেন। কেহ দেখা গেল না। আবার মারওয়াহ্'র উপর গেলেন। বস্তুতঃ এই প্রকারে তিনি সাফা ও মারওয়াহ্র সাত চক্র দিলেন। সপ্তমবার যখন পুত্রের নিকট তাঁহার অবস্থা কি দেখিতে আসিলেন, তখন তিনি এক আওয়াজ শোনিতে পাইলেন। উহা শোনিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন: 'যদি এই ধ্বনিতে মঙ্গল আছে, তবে খোদা উহাকে আমাদের আবেদন পূরণের এবং সাহায্যের হেতু করুন। তখন কি দেখিতে পাইলেন হযরত জেব্রীল আলাইহেস সালাম সাখানে উপস্থিত! তিনি তাঁহার পায়ের গোড়ালি দিয়া একটা স্থান খোঁড়িলেন। সেখান হইতে পানি প্রবাহিত হইল। হযরত হাজেরার বিস্ময়ের ও পুলকের সীমা রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি পানির চারি দিকে বাঁধ বাঁধিলেন। যেন পানি গড়াইয়া না যায় এবং এক স্থানে জমা থাকে।" [বুখারী, কেতাবুল আম্বিয়া] (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :)

— এ, এইচ এম আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রসুল করীম (সাঃ আঃ)-কে সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে, যাহা তাঁহারই পূর্ণগুণ সম্পন্ন স্বত্তায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ আঃ)-এর পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে তৌহিদের দাবীদার, সে শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট।

"খোদার রসুল (সাঃ)-এর স্বীকৃতি, তৌহিদের স্বীকৃতির জন্য এক অবশ্যম্ভাবী ও ফলশ্রুতিমুলক কারণ বিশেষ এবং এতদউভয়ের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যে, একটি আর একটি হইতে পৃথক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি রসুলের পায়রবী ও অনুবর্ত্তিতা ব্যতিরেকেই তৌহীদের দাবীদার, তাহার নিকট উহা নিছক এক শুষ্ক কাষ্ঠ বিশেষ, যাহার মধ্যে কোনই শাঁষ নাই। তাহার হাতে শুধু একটা নির্বাপিত প্রদীপ, যাহার মধ্যে কোন আলো নাই। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যদি কেহ খোদাকে 'ওয়াহেদ লা শরীক' (এক ও অদ্বিতীয়) বলিয়া জ্ঞান করে কিন্তু সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে না মানে, এইরূপ ব্যক্তি নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই জানিও, তাহার হৃদয় কুষ্ঠজরাগ্রস্থ। সে অন্ধ। সে তৌহীদ সম্বন্ধে কোনই খবর রাখে না যে, উহার স্বরূপ কি। বরং এরূপ তৌহীদের স্বকৃতি দানে শয়তান তাহার তুলনায় উত্তম। কেননা শয়তান যদিও অবাধ্য ও আদেশ অমান্যকারী, তথাপি সে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু এই ব্যক্তি তো খোদাতেও প্রত্যয় রাখে না।"

('হাকীকাতুল ওহী', পৃঃ ১১৯)

"যদি এস্থলে প্রশ্ন করা হয় যে, উক্ত 'দর্জা বা মর্যাদা' যদি এই অধম এবং হযরত মসীহ্র জন্য স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রভূ ও নেতা—সৈয়েদুল-কুল, আফজালুর-রসল, খাতমান্নবীইন হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য কোন্ দর্জাটি অবশিষ্ট থাকে?

সেহেতু প্রকাশ থাকে যে, উহা এক উচ্চতম এবং শ্রেষ্ঠতম মর্তবা, যাহা এই পূর্ণ গুণ সম্পন্ন স্বত্তাতেই (সাঃ) পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে এবং সেই মর্তবার স্বরূপ ও মূলতত্ব উপলব্ধি করাও অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে, উহার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা। ... ... এলাহী মহব্বত ও নৈকট্যের মর্তবাসমূহ স্বীয় আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপানে তিন ভাগে বিভক্ত। সব চাইতে নিম্নতম দর্জা বা স্তর, যাহা প্রকৃত পক্ষে এক সুমহান মর্যাদাই বটে, তাহা হইল এলাহী মহব্বতের অগ্নিশিখা মানবাত্মাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে

কিন্তু উহাতে এই ত্রুটি থাকিয়া যায় যে, উহার প্রভান্বিত ব্যক্তির মধ্যে অগ্নির ঝলক প্রস্ফুটিত হয় না ··· ··· .... মহব্বতে-এলাহীর দ্বিতীয় দর্জা হইল, যে স্তরে (বান্দা ও আল্লাহ্‌র) উভয় মহব্বত পরস্পর মিলিত হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের আগুন মানবাত্মাকে এতই উত্তপ্ত করিয়া তোলে যে, উহাতে অগ্নিরূপ এক ঝলক ও আভার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই ঝলক ও আভার মধ্যে কোন প্রকারের উৎসারণ বা তেজস্বীতা বিদ্যমান থাকে না। এলাহী-মহব্বতের তৃতীয় দর্জা হইল এই যে এই স্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের এক অত্যন্ত প্রজ্বলিত শিখা বান্দার মহব্বত-প্রদীপের স্বতঃ স্ফূর্ত শালিতার উপর পতিত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া তোলে এবং উহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরায় প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া তাহাকে স্বীয় স্বত্তার পূর্ণতম বিকাশস্থলে পরিণত করে। এই পরিণত অবস্থা জগতে শুধু এক ব্যক্তিই লাভ করিয়াছেন, যিনি হইলেন ইনসানে-কামেল—পূর্ণ মানব, এবং যাঁহার উপর মানবতার সোপানসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ··· অন্য কথায়, যাঁহার পবিত্র নাম হইল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওআলেহি ওসাল্লাম ”

(তৌজীহে মারাম, পৃঃ ১৩-১৫)

অনুবাদঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

তফসিরের বাকী অংশ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

من كل امر কথাটির তাৎপর্য হইতেছে যে, খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণ জমিনের বুকে অবতীর্ণ হন প্রতিটি ধর্মীয় বাসনা ও প্রয়োজনীয়তাকে মিটাইবার জন্য; এবং নতুন ঐশী বাণীর প্রসার ও প্রচারের পথ হইতে সকল অন্তরায় ও অসুবিধাকে দূরীভূত করার জন্য।

(৬) তফসীর ঃ سلام বা শান্তি শব্দটির পূর্ণরূপ হইতেছে 'শুধু শান্তি, শান্তি আর শান্তি'। নবী রসুল বা মুজাদ্দিদগণের সময়কালে সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং জুলুম-সিতমের মাঝেও মুমিনদের হৃদয়-মনে এক প্রকারের অভিনব প্রগাঢ় প্রশান্তি বিরাজ করে। ঐ সময়ে যে ঐশী আনন্দ মুমিনদেরকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে তাহার কাছে দুনিয়াবী সকল বস্তুগত ও ইন্দ্রগ্রাহ্য আনন্দ অতীব তুচ্ছ, অতিশয় ম্লান।

مطلع الفجر কথাটিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, 'দুঃখের রজনী' ভোর হইতে চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সত্য তার বিজয়, প্রতিপত্তি ও গৌরব লইয়া নবীন উষার আকাশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

ঈদুল আজহার খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়া]

জগতে ইহাই একমাত্র বুনিয়াদি সত্য যে, ইসলাম সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করিবে।

এই বাস্তব সত্য আহ্‌মদীয়তের সন্তানদের নিকট সেই কুরবানীর দাবী বা তাকিদ জানায় যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র এবং বংশধরগণ আল্লাহর সমীপে পেশ করিয়াছিলেন।

সেই কুরবানী পেশ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত হইয়া যাও যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও কল্যাণরাজির ওয়ারিশ হইতে পার।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

وفديناه بذبح عظيم ٥ و تركنا عليه فى الاخرين ٥ (الصفات : ١٠١-١٠٩)
اذ قال له ربه اسلم - قال اسلمت لرب العالمين ٥ و وصى بها
ابرهيم بنيه و يعقوب - يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن
الا و انتم مسلمون ٥ (البقرة : ١٣٢-١٣٣)

অতপর বলেন :

আল্লাহ্‌তায়ালা অপনাদের সকলের জন্য এ ঈদ এই রঙে মুবারক করুন যে, এই ঈদের সহিত যে সকল কুরবানী ও আত্মত্যাগের সম্বন্ধ এবং উহাদের ফলশ্রুতিতে কুরবে-এলাহী (ঐশী নৈকট্য) প্রাপ্তির যে সকল পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহা যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য খুলিয়া দেন এবং স্বীয় রহমত ও কল্যাণ রাজির দ্বারা আমাদিগকে অভিষিক্ত করেন।

হযরত ইব্রাহীম আলাহেস সালাম এক রো'ইয়া (স্বপ্ন) দেখেন এবং তদনুযায়ী উহা বাহ্যিতঃ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন যে, তোমাকে স্বপ্নে যে আদেশ দান

করা হইয়াছে, তাহা সন্তানের বাহ্যিক হত্যা বা আত্মহত্যা নয় বরং নফ্‌স এবং সন্তানের মহান কুরবানীর নির্দেশ বহণ করে। মৃত্যুর বিবিধ রূপ ও আকার-প্রকৃতি আছে। মানুষ রোগাক্রান্ত হইয়া মরা যায় অথবা কোন ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে জীবন-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যে মৃত্যু শাহাদত রূপে আসে কিংবা যে মহান কুরবানী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট চাওয়া হইয়াছিল, উহার মোকাবেলায় অপরাপর মৃত্যু কোনই মর্যাদা বা মূল্যবোধ রাখে না। এতদ ভিন্ন প্রত্যেক মৃত্যুই এক সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ব্যাপার কিন্তু ইহা আজীবন সার্বক্ষণিক মহান কুরবানীর ব্যাপার, যাহা মানবাত্মা, তাহার বিবেক ও আবেগে এক আলোড়ন এবং জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ্‌-তায়ালা বলেন যে, আমরা এক স্বর্গীয় উপঢৌকন স্বরূপ 'যিব্‌হে আযীম' বা মহান কুরবানীকে নির্ধারণ করিয়াছি। ইহা একদিকে যেমন যিব্‌হে আযীম, অন্যদিকে নাজাতেরও কারণ। ইহা মৃত্যুও বটে, আবার জীবনেরও উৎস। সেজন্য تركنا عليه فى الاخرين —আমরা এই রীতিকে পরবর্ত্তী জাতিসমূহেও পরিচালিত করিয়াছি, এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সময়ে উহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং উহা চরম শিখরে উপনীত হয়।

এই 'যিব্‌হে আযীম' সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গে নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন : - اذ قال له ربه اسلم অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইহা বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐশী নির্দেশের অর্থ সন্তানকে জবাই করা নয়, বরং উহার দ্বারা যিবহে আযীম বা এক সুমহান কুরবানী ও আত্মত্যাগ বুঝান হইয়াছে এবং 'আসলেম' (আত্মসর্পন)-এর দাবী জ্ঞানান হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন যে, اسلمت لرب العالمين অর্থাৎ তাঁহার বাক, বুদ্ধি, হৃদয়, আবেগ, চিন্তা, ভাবনা এবং তাঁহার আত্মা হইতে এই ধ্বনিই উঠিয়াছিল যে, আমি তো পূর্ব হইতেই সমস্ত জাহানের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তার নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছি এবং তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার জুয়াল কাঁধে লইয়াছি। মোট কথা, যে খোদাতায়ালা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই রাব্বুল আলামীনের সমীপেই আমি আমার 'ইসলাম' (আনুগত্য ও আত্মসমর্পন) পেশ করিতেছি।

সুতরাং তাঁহার নিকট যেহেতু ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল, ইহা এক তাহরিক বা আহ্বান ও আন্দোলন, যাহা জারী করা

হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দ্বারা আনিত জ্যোতিকে জগৎব্যাপী ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, সেইহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় সন্তানকে, তারপর তাঁহার বুজর্গ সন্তানেরাও তাহাদের সন্তানদিগকে এই উপদেশ ও তাকীদ করেন যে, দেখ, এক দ্বীন ও শরীয়ত তোমাদের জন্য মনোনীত করা হইল (হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সন্তানদের সময়কালের দিক দিয়াও এবং তাঁহার খান্দান ও বংশধরের মধ্যেই যেহেতু হযরত খাতমাল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর জন্ম গ্রহণ নির্ধারিত ছিল, সেই দৃষ্টি-কোনের দিক দিয়াও) তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় কখনও এমন অবস্থায় থাকিবে না যে, তোমাদের উপর এক মৃত্যু আপতিত হইতেছে না।

সুতরাং ইসলামের রুহ্ (বা প্রাণ-বস্তু) যেমন কুরআন করীমে, হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র হাদিসে এবং মসীহ মওউদ (আঃ -কর্তৃক কুরআনের তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই যে, একটি খাশি বা গরু যেমন উহার গলা কসাইয়ের ছুরির নীচে পাতিয়া দেয় তেমনি মানুষ যেন তাহার সম্পূর্ণ স্বত্তাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও নির্দেশাবলীর কল্যাণকর ছুরির নীচে স্থাপন করে। মোট কথা, ইসলামের অর্থ, নিজের বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে সার্বিকরূপে গ্রহণ করা এবং (প্রেম ও আনুগত্যের দ্বারা) খোদাতায়ালার স্বত্তায় বিলিন হইয়া নিজের উপর 'ফানা' (আত্মবিলোপ)-এর অবস্থার অবতারণা করিয়া এক বিশেষ ধরণের মৃত্যুবরণ করা। এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমরা এই পরিভাষাও বলিতে পারি যে, নিজেদের ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা হইতে বিবস্ত্র হইয়া খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির 'এহরাম' পরিধান করা, এবং 'ফানা ফিল্লাহ্' (আল্লাহ্তে আত্মবিলোপ) ও 'ফানা ফি মুহাম্মাদ' (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামে আত্মবিলোপ)-এর বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় জীবন যাপন করা ; এবং খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাঁহারই প্রীতি ও সন্তোষ লাভের জন্য এক মৃত্যুকে যাহা এক প্রতি মুহূর্তের বা সর্বক্ষণিক মৃত্যু, গ্রহণ করা, যাহা (প্রকৃতপক্ষে) এরূপ এক জীবন, যাহার উপর কখনও আর মৃত্যু আসে না, সেই জীবনকে আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও কৃপায় লাভ করা। ইহাই হইল ইসলামের মূলতত্ব বা হাকীকত, যাহার উপর কুরআন করীম বিভিন্ন ধারায় ও পদ্ধতিতে আলোকপাত করিয়াছে।

সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সন্তন ও বংশধরের মাধ্যমে কুরবানীর এই রীতি ও আদর্শ কায়েম করা হইয়াছে এবং ইহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ সমস্ত প্রাণীই তাহার জন্য উৎসর্গ হইবে, যেমন হজ্জের সময়ে সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যক শশু এই মহান কুরবানী বা আত্মত্যাগের স্মৃতি-চারণ

হিসাবে প্রতি বৎসরই কুরবানী হইতেছে। ইহাতে মানুষকে এই সবক বা শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টিবস্তু ও সকল প্রাণীই মানুষের উদ্দেশ্যে কুরবাণী হইবে, এবং মানুষ খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্য এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ এক জীবন অবলম্বন করিবে যাহার মধ্যে প্রতিমুহূর্ত সে এক মৃত্যু নিজের উপরে গ্রহণ করিবে। সে তাহার 'নফ্স'-কে বিলিন করিবে, তবেই তাহাকে খোদা-তায়ালার তরফ হইয়ত এক নতুন 'নফস' (বা আত্মা) দান করা হইবে, যাহার মধ্য হইতে সাদা رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ('রাজিতু বিল্লাহে রাব্বান')—ধ্বনী নির্গত হইবে। তাহার নিজের বলিযা কিছুই থাকিবে না—না তাহার নিজস্ব ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা, না তাহার কোন নিজস্ব কথা, না চোখ, না কান। সে খোদাতায়ালার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিবে, তাঁহার চক্ষের দ্বারা দর্শন করিবে, তাঁহার জিহ্বা দ্বারা কথা বলিবে। ইহা এ অর্থে নয় যে, খোদাতায়ালা তাহার স্বত্তায় পার্থিব ও বাহ্যতঃ অবতীর্ণ বা রূপান্তরিত হইবেন, বরং ইহা এই অর্থে যে, খোদার বান্দা স্বীয় নফ্স বা প্রবৃত্তির প্রত্যেক বাসনা-কামনাকে, প্রত্যেক উত্তেজনাকে এবং উহার সকল প্রকার শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে তাহার রবের জন্য কুরবান করিবে। তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে এক নতুন জীবন দান করিবেন। সেই নতুন জীবনে অভিষিক্ত হইয়া তাহার দ্বারা যে কার্যই সম্পাদিত হইবে এবং যে সকল শক্তিরই অভিব্যক্তি ঘটিবে উহার সম্বন্ধে আমারা অলঙ্কারিক বা রূপকের ভাষায় ইহা বলিতে পারি যে, মানুষ খোদাতায়ালার চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াছে, খোদাতায়ালার কর্ণ দ্বারা শ্রবন করিয়াছে, খোদাতায়ালার ইন্দ্রিয় সমুহের দ্বারা অনুধাবন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং খোদাতায়ালার মুখ দিয়া তাহার ভাষণ নিঃসৃত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব কোন কিছুই নাই, সব কিছুই সে খোদাতায়ালার নিকট সমর্পন করিয়া দিয়াছে

মানুষের এক মৃত্যু তো সাময়িকভাবে আসে, যাহা এক মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু এক মৃত্যু এরূপ আছে, যাহা মানুষের সমগ্র জীবনকে স্বীয় বেষ্টনীর মধ্যে ধারণ করে। ইহাই সেই মৃত্যু যাহার উৎস হইতে অনন্ত জীবনের ধারা উৎসারিত হয়।

এই সেই 'যিব্হে আযিম', যাহার দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সন্তানগণের দ্বারা কায়েম করা হইয়াছে। অতঃপর যখন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সময়কালে এশ্কে-এলাহী, আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের চরম

শিখরে উপনীত হইল, তখন এরূপ এক জাতি প্রস্তুত হইল, যাহারা হযরত ইসমাইল (আঃ) হইতেও প্রবল আত্মোৎসর্গ ও কুরবানীর মনবল ও উদ্দীপনার অধিকারী ছিলেন, যাঁহারা আল্লাহর প্রতি অধিকতর এশ্‌ক ও মহব্বত পোষণকারী ছিলেন। কেননা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্‌ সালাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌ সালামের নিকট হইতে তরবিয়ত লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সাহাবা কেরাম (রাঃ) তো স্বয়ং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট হইতে তরবিয়ত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব কালীন মৃত ছিলেন। দুনিয়ার দৃষ্টিও তাহাদিগকে মৃত বলিয়াই জ্ঞান করিত, কিন্তু খোদাতালার কুদরত ও মহিমা তাহাদিগকে জীবিত করিয়া তুলিল। তাঁহারা জগতে এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন এবং তৎকালীন সীমিত পৃথিবীতে ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে জয়যুক্ত করিলেন। সীমিত পৃথিবী বলিতে তৎকালীন পরিচিত পৃথিবী বুঝায়। কেননা সেই কালে পৃথিবী মানবজাতির দ্বারা পূর্ণ আবাদ পৃথিবী ছিল না। পৃথিবীর এমনও অনেক অঞ্চল ছিল যাহা মানুষের জ্ঞানগোচরও হয় নাই। সেখানে তখনও আবাদী স্থাপন হয় নাই। পরবর্তী কালে আবাদী হইয়াছে। মোট কথা, সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিজেদের জামানায় ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তারপর পূর্বঘোষিত ঐশী ভবিতব্য অনুযায়ী মুসলমানদের উপর এক অধঃপতনের যুগ আসে। উহা এক দীর্ঘ যুগ, যে যুগ হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ -এর লক্ষ লক্ষ প্রেমিক অনুসারীবৃন্দ এই দোওয়ায় ব্যাপৃত থাকেন যে, শয়তানের উপর যে চরম বিজয়ের ওয়াদা ইসলামে দেওয়া হইয়াছে সেই চূড়ান্ত বিজয়ের শুভ দিন শীঘ্র আসুক। তখন প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস সালামের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ সেই মাহদী (আঃ), যিনি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সালামতির দোওয়াসমূহে সরক্ষক, সেই মোবারক স্বত্তা যাঁহার নিকট তাঁহার (সাঃ) সালাম পৌছিয়াছে। (যেমন তিনি মাহ্‌দিকে (আঃ) তাঁহার সালাম পৌঁছাইতে বলিয়াছিলেন।) তেমনি বান্দাগণও তাঁহাকে সালাম পৌঁছাইয়াছে। খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণও সালাম পৌঁছাইয়াছেন, এবং এলাহী তকদীরও সালাম পৌঁছাইয়াছে।

সুতরাং উক্ত সালামতির দোওয়া ই বরকত ও কল্যাণ এই যে, আজ যখন আমারা সমগ্র মানব জাতির উপর দৃষ্টিপাত করি তখন একটিই মাত্র বাস্তব সত্য পরিদৃষ্ট হয়। আজ জগতে মানব জীবনে একমাত্র যে কঠোর সত্যটি বিদ্যমান, তাহা হইল এই যে, সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করিয়া 'উম্মতে ওয়াহেদা'—একই মণ্ডলীতে পর্যবসিত করা হইবে। সমস্ত মানবমণ্ডলী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মুষ্টির মধ্যে এবং তাঁহারই পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। ইহা একটি বাস্তব ও অনড়-অটল সত্য। ইহা ছাড়া যাহা কিছুই আমরা দেখিতে

পাইতেছি, তাহা মৌলিক সত্য নয়। সবই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়। উহাদের অস্তিত্ব যদিও আজ বিদ্যমান তথাপি কাল বিলিন হইয়া যাইবে। কিন্তু ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য এক বাস্তব ও বুনিয়াদী সত্য। ইহার বিকাশ ও প্রসার ঘটবে এবং অব্যাহত থাকিবে। ইহা এক আলোকোজ্জল সত্য, যাহার আভা ও উজ্জ্বলতায় গোটা পৃথিবী জ্যোতিঃঝলমল হইয়া উঠিবে। দুনিয়া جاء الحق وزهق الباطل (—'সত্যের জয়, মিথ্যার লয়'-এর প্রতিচ্ছবি হইয়া দেখা দিবে। শয়তান পরাজয় বরণ করিবে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আনিত সত্য আধিপত্য বিস্তার করিবে। ইহা এক বুনিয়াদী সত্য। আসমান সমূহে আল্লাহতায়ালার ইহাই ফয়সালা। ইহা বাস্তবায়িত হইবেই। আল্লাহতায়ালা এই মহা সত্যের বহিঃপ্রকাশ ও বস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে যে ঐশী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া বিফল-মনরথ হইতে পারে? ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। দুনিয়ার সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হইবে, ইসলামের রুহানী অস্ত্র বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিবে। দুনিয়ার রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু ইসলামের রাজত্ব কখনও লয়প্রাপ্ত হইবে না।

এই রুহানী রাজত্বের জন্য যে বিনীত বান্দাগণকে মনোনীত ও প্রস্তুত করা হইয়াছে, আপনারা হইলেন সেই সকল আজেয বান্দা। এই মহান উদ্দেশ্যের মোকাবেলায় আমার এবং আপনাদের কোনই যোগ্যতা বা ক্ষমতা নাই। যদি আমাদের অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করা হয়, চূর্ণবিচূর্ণও করা হয় ও আমাদের নিজেদেরই রক্তে উহার কাদা তৈরী করা হয় এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দুর্গকে মজবুত করার জন্য ও উহার দেয়ালগুলিকে উঁচু ও প্রশস্ত করার জন্য সেই কাদাকে সেখানে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ইহা আমাদের জন্য মহা গর্বের বিষয় হইবে। কিন্তু দুনিয়া যদি মনে করে যে দুনিয়ার ধন দৌলত, দুনিয়ার মান-সম্মান, দুনিয়ার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং দুনিয়ার অস্ত্র-সস্ত্রের দ্বারা আল্লাহতায়ালার এই তকদীরকে বিচ্যুত বা বিলুপ্ত বা দুর্বল করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা তাহার ভুল ধারণা। এরূপ হইতে পারে না, কখনও হইবে না। কেননা খোদাতায়ালা যিনি কাদের ও তওয়ানা, সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী খোদা, যিনি সকল ক্ষমতার মালিক খোদা এবং যিনি তাঁহার ফয়সালার উপরও প্রবল ও আধিপত্যের অধিকারী খোদা, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন, তাঁহারই এই অটল ফয়সালা যে ইসলাম সমগ্র দুনিয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে, জয়যুক্ত হইবে, এবং এই বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তার আহমদীয়তের দ্বারাই নির্ধারিত।

সুতরাং আজ দুনিয়ায় একমাত্র বাস্তবতা, একটি মাত্র বুনিয়াদী সত্য, যাহা হইল, ইসলাম সারা বিশ্বে আধিপত্য লাভ করিবে।

আল্লাহতায়ালার ইহাই ফয়সালা যে, সকল মানুষকে একই পতাকার নীচে সমবেত করা হইবে। সেই পতাকা হইল হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পতাকা। সমগ্র মানবজাতিকে, তাহারা দুনিয়ার যে কোন দূর দূরান্ত অংশেই বাস করুক না কেন, একমাত্র হস্ত বা মুষ্টির মধ্যে একত্রিত করা হইবে। সেই হস্ত ও মুষ্টি হইল হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর হস্ত ও মুষ্টি, যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে, উহা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হস্ত নহে, উহা আমার হস্ত। খোদাতায়ালার এই হস্তের প্রভাব ও পবিত্র শক্তি ক্ষমতা ও পরাক্রম বর্তমানেও ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হইবে যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বুনিয়াদী সত্য এবং এই শুভ সংবাদ, আমরা যাহারা আহ্মদীয়াতের দিকে আরোপিত হই, আমাদের নিকট কুরবানী চায়—সেই কুরবানী যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্রগণ এবং বংশধরগণ খোদাতায়ালার সমীপে পেশ করিয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রূহানী পুত্র ও সন্তানগণের নিকটও সেই কুরবানী ই· কীর ও দাবী জানায়। এই কুরবানীর জন্য আপনারা প্রস্তুত হউন, যাহাতে আপনারা আল্লাহতায়ালার রহমত ও কল্যাণরাজির ওয়ারিশ হইতে পারেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে প্রকৃত কুরবানী পেশ করার তওফিক দিন।

খোৎবা সানিয়ার পর হুজুর আকদাস (আইঃ) আরও বলেন:

এখন আমি দোওয়া করিতেছি। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দোওয়ায় শামিল হউন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার ফজলে আমাকে এবং আপনাদিগকেও ঈদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধ করার এবং ঈদের বরকত ও কল্যাণসমূহ লাভ করার তৌফিক দিন। আমীন।

[সাপ্তাহিক বদর ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ইং]

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী।

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

হুযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

সারগর্ভ ঈমানউদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ

কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা

সেলসেলা আহমদীয়ার হেডকোয়ার্টার রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত

রবওয়া, ২৮শে অক্টোবর (মোতাবেক ২৮শে ইখা, ১৩৫৬ হিঃ শামসী)—আজ পবিত্র শুক্রবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্ মরকেযীয়র তিন দিন ব্যাপী মহাকল্যাণপূর্ণ বার্ষিক ইজতেমা তিন বৎসর বিরতির পর আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও করম 'দোওয়া ও আত্ম বিলিনতার' এক বৈশিষ্টপূর্ণ পরিবেশে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য—ঐকান্তিকভাবে রুহানী, দ্বীনী ও আখলাকী এবং এলমী লক্ষসমূহ জমাতী জীবনে বাস্তবায়িত করা। ইজতেমার উদ্বোধন করেন হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইজতেমায়ী দোওয়া করাইবার পর হুজুর এক ঘণ্টা ব্যাপী তাঁর অতিব ঈমানআফ্রোজ ভাষণে বলেন:

আল্লাহ্তায়লার হাজার হাজার শোকর, তিন বৎসরকাল বিরতির পর চতুর্থ বৎসরে তিনি আমাদিগকে এই সুযোগ ও সামর্থ দান করিয়াছেন যে, আমরা চির চরিত নিয়মে আমাদের তিন দিনের ইজতেমা উদযাপন করিতেছি। ১৯৭৪, ৭৫ ও ৭৬ইং এই তিন বৎসর ব্যাপী আমাদের জন্য অস্বাভাবিক হাংগামী অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহার জন্য আমরা চিরচরিত নিয়মে এই ইজতেমা পালন করিতে পারি নাই। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে আসিতেছে। খোদা করুন যেন আমাদের দেশের সার্বিক পরিস্থিতিই স্বাভাবিক পর্যায়ে আসিয়া যায় এবং দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উপকরণ সৃষ্টি হয়।

হুজুর বলেন, আমাদের এই ইজতেমা ঐকান্তিকভাবে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যদিও দেহ ও মেধার পরিপোষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য কর্মসূচী থাকে, কিন্তু উহার মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিক মাত্র। এই ইজতেমা এই অর্থে এলমী বা জ্ঞানমূলকও বটে যে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এই উপলক্ষে কিছু শুনানো হয়, আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সকলে তাহা

শোনেন এই উদ্দেশ্যে যে আমরা যেন ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করিতে পারি। কুরআন মজিদে বর্ণিত সত্যসমূহ যদিও চিরন্তন সত্য ; কিন্তু তদসত্ত্বেও উহা আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছে যে, সদা পরস্পর নেক কথা স্মরণ করানো নিশ্চয়ই মুমেনেদের উপকৃত করে। কুরআন মজিদে ذكر (যাক্কির)-এর নির্দেশ মুমেনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই দান করা হইয়াছে। এই বিগত তিন বৎসরকাল আমরা কুরআনের উক্ত আদেশের উপর আমল করিতে পারি নাই। এখন আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ইহা পালন করিবার তওফিক দান করিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্।

অতঃপর, হুজুর বলেন যে, জগতের আখেরী ও পূর্ণতম শরীয়ত (জীবন-বিধান) হিসাবে কুরআন মজিদের যামানা, কেয়ামতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত, সেজন্য কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের মানুষের সমস্যাবলীর সার্বিক ও শ্রেষ্ঠতম সমাধান ইহাতে বিদ্যমান। কিন্তু যেহেতু যামানার অবস্থা ও পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তিত অবস্থার সমস্যাবলীর সমাধান যদি পূর্বাহ্নেই ব্যক্ত করা হয় তাহা হইলে মানুষের জন্য উহা অতিরিক্ত বোঝা হইত। সেইজন্য কুরআন করীমের দুইটি দিক রহিয়াছে—(১) 'কিতাবে-মুবীন' অর্থাৎ প্রত্যেক যামানার জন্য খোলাখুলী ও সুস্পষ্ট বিষয়সমূহ, (২) 'কিতাবে-মকনুন' অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষার সেই অংশ, যাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-তত্ত্ব প্রত্যেক যামানার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা এবং পরিবর্তিত অবস্থানুসারে প্রকাশ করা হয় খোদাতায়ালার সেই সকল 'মুতাহ্হার' (পবিত্রকৃত) বান্দাগণের মাধ্যমে, যাঁহারা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পায়রবী ও অনুবর্তিতায় নিজদিগকে আত্মবিলীন করিয়া দেন। পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত অংশ প্রত্যেক যামানার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা অনুযায়ী উন্মোচিত করা হয়। হুজুর (আইঃ) বলেন, বর্তমানে আমরা যে যামানার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি, ইহা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ সমূহ অনুযায়ী হুজুর (সাঃ আঃ)-এর সেই মাহদী ও মসীহর যামানা, যিনি হুজুর (সাঃ আঃ)এর প্রেম ও মহব্বতে আত্মবিলীন হইয়া এই মোকাম ও মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই জামানার মধ্য হইতে ৮৬—৮৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং প্রায় হাজার বৎসরকাল আরও বাকী আছে। এই এক হাজার বৎসরের জন্য প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে কুরআন করীমের তফসীর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে অথবা বীজ স্বরূপ (সূক্ষ্মভাবে) বিদ্যমান আছে। কুরআন করীম তো কামেল ও পূর্ণতম কিতাব,

এবং আমাদের আকীদা এই যে, কেয়ামতকাল পর্যন্ত ইহার মধ্যে কোন কিছু কমও করা যাইতে পারে না এবং বেশীও করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহার যে জ্ঞান-তত্ত্ব বর্তমান এক হাজার বৎসরব্যাপী যুগের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জরুরী ছিল সেই সকল জ্ঞান-তত্ত্বের সন্ধান লাভ খোদাতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ আলাহিস সালামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন স্বয়ং রসুল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী। সেইজন্য হাজার বৎসর কালের এই যুগ অবশ্যই কল্যাণ ও বরকতের যুগ। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে তিনি এই (চৌদ্দ) শতাব্দীরও মুজাদ্দিদ এবং শেষ হাজার বৎসর কালেরও তিনিই মুজাদ্দিদ। সুতরাং যদি কাহারোও মনে এই প্ররোচনার উদ্ভব হয় যে, এখন চলতি শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর আর একজন কেহ দুনিয়ার এসলাহ্ বা সংস্কারের জন্য আসিবেন, তাহা হইলে তাহার বুঝা উচিত যে উহা এক শয়তানী প্ররোচনা।

হুজুর বলেন যে, এই যামানার সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কুরআন করীম যে শিক্ষা দান করিয়াছে এবং যাহা 'কেতাকে মক্‌নুনের' রঙে আছে, তাহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পেশকৃত কুরআনের তফসীর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতে পারে না। সেইজন্য জরুরী যে আমরা যেন কুরআন করীম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আহাদিস উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে (যাহা আমাদের জন্য বুনিয়াদী গুরুত্ব বহণ করে) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কেতাবসমুহ অধ্যয়ন করি। আমার দুঃখ হয় যে, আমাদের জামাতের এই দিকে পুরাপুরীভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। ইহা খুবই চিন্তার বিষয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করিলে আমরা যে সকল নিত্যনতুন তত্ত্ব জ্ঞান ও মারেফত লাভ করিতে পারি এবং বর্তমান যুগে সেই সকল তত্ত্ব-জ্ঞানের যে সমর্থন ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, উহার ঈমান উদ্দীপক দৃষ্টান্ত সমুহের অবতারণা করার পর হুজুর বলেন যে, আনসারুল্লাহ আহমদী পরিবার সমুহের জন্য পিতৃস্থানীয়। সেইজন্য তাঁহাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, (১) প্রত্যেক আহমদী পরিবারের প্রত্যেক সভ্য কমপক্ষে উর্দু ভাষা যেন লিখিতে পড়িতে পারে। (১) প্রত্যেক আহমদী পরিবারে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কেতাবসমূহ যেন মওজুদ থাকে ও পাঠ করা হয় এবং তরুনদিগকে তাহা পড়াইবার ব্যবস্থা থাকে। হুজুর এই গুরুত্বপূর্ণ

কাজের তত্বাবধানের দায়িত্বভার ওসিয়তকারীগণের মজলিস সমূহের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন এবং এই নির্দেশও দান করিয়াছেন যে ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ প্রত্যেক তিন মাস অন্তর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কমপক্ষে একখানা পুস্তক নিশ্চয় যেন ক্রয় করেন এবং এই তরতিবে ক্রয় করেন যে, হুজুর (আঃ) সবশেষে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন উহা প্রথমে ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, তারপর তৎপূর্বের গ্রন্থাবলী যথাক্রমে কিনিতে থাকুন। কেননা পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহ হুজুর (আঃ) জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য রূপে সহজ ভাষায় প্রণয়ন করেন। পক্ষান্তরে প্রাথমিক কালের গ্রন্থাবলী উলামাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, সেজন্য ঐগুলি অত্যন্ত গভীর ও সুক্ষ্মতত্বপূর্ণ এবং উচ্চাঙ্গীন বাকঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উভয় পর্যায়ের গ্রন্থাবলীই অগণিত মারেফত ও জ্ঞান-তত্বে পরিপুর্ণ।

পরিশেষে হুজুর বলেন যে, আমাদের জামাতকে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতে ইসলামের আদর্শ বিকাশের জন্য কায়েম করিয়াছেন। সেজন্য আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা যেন تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ ('আল্লাহ্র চরিত্রাবলিতে চরিত্রবান হও')—নির্দেশানুযায়ী খোদাতায়ালার সেফাত (বা গুণাবলী)-এর রঙে নিজেদের চিত্ত ও জীবনকে রঙীন করিতে প্রয়াস পাই এবং যথাসম্ভব আমাদের সাধ্যমত আমাদের আমলী (ব্যবহারিক) জীবনকে ইসলামের নমুনা ও আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করি। ইহাই তবলীগেরও উত্তম উপায়। ইহার পাশাপাশি আমাদের দোওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত, আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাদিগকে ইসলামের নমুনা ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হওয়ার স্বীয় ফজল ও করমে তওফিক দান করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের জামাতকে কায়েম করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করিয়া আমরা যেন তাঁহার সন্তুষ্টির জান্নাতসমূহের ওয়ারেশ হইতে পারি। আমীন। (সংক্ষেপিত)

(দৈনিক আল-ফজল, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৭৭ হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

শান্তি সংকটে

১। শান্তি, শান্তি, শান্তি আহা, কোথায় শান্তির ছায়া।
ইবলিস যেন বিকৃত করেছে মানব শান্তির কায়া।

২। ঘর সংসারে, কর্মশালায়, পড়া-লেখার প্রতিষ্ঠানে
অশান্তির ধোঁয়া আনন্দে ছড়ায় দজ্জাল স্থানে, স্থানে।

৩। অশান্তির মরু গ্রাসে গ্রাসে করে আদমের বাগিচা শেষ
আহার-বিতরণ-কেন্দ্রে হের অনাহারে অসংখ্য দেশ।

৪। মাটির মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া চলিল আকাশ পানে
সাথে সাথে সেথা শয়তান তাদের মৃত্যু-আঘাত আনে।

৫। এশিয়া, আফ্রিকা খোঁজিছে শান্তি পশ্চাত্যের দেশে, দেশে
ইউরোপ, এমেরিকা বিজ্ঞান হাপরে হাপায়ে পড়েছে শেষে।

৬। শান্তির সরস বক্তৃতা শোনেছ বিশ্ব-সভার দ্বারে
ধরিত্রী কাঁপিছে মরণ-বেদনার আর্তনাদ হাহাকারে।

৭। কোথায় শান্তি, কোথায় মানবের শান্তি-স্বর্গ ধাম
এবাদত খানায় শেরেক-বেদাআত গড়িয়াছে জাহান্নাম।

৮। কেয়ামতের ডাক আসিতেছে মানুষের অন্তর বিদারিত
আণবিক বোমার হনুমান কি ভয়েতে হইবে বিতাড়িত!

৯। হায়রে শান্তি, শান্তির কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন খোদা
নহে নহে তাহা, খোদাকে চিনিবে যতই দহিবে ক্ষুধা।

১০। যখনই শান্তি সংকটে পড়িয়া ভয়েতে থর, থর
আল্লাহ্ তখনই সৃষ্টি রক্ষিতে পাঠিয়েছেন পয়গাম্বর।

১১। ইমাম মেহ্দীর (আঃ) শরণে—শান্তি শান্তি বিশ্বময়
কেয়ামতের আঘাত, আঘাতে পাইবে তাঁহারই পরিচয়।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

সংবাদ

তাহ্‌রীকে-জদীদের নব বৎসর ঘোষিত

২৮শে অক্টোবর, রাবওয়া (মসজিদে আকসা)—আজ জুমার খোৎবায় সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের তবলীগ পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামাত আহ্‌মদীয়াকে তাহ্‌রীকে জদীদে পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বর্দ্ধিত মালী কুরবানী পেশ করার আহ্বান জানাইয়াছেন। হুজুর (আইঃ) তাহ্‌রীকে জদীদের চুয়াল্লিশতম বৎসরের ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানী জামাতসমূহকে তাহ্‌রীকে জদীদের নতুন বৎসর (যাহা নভেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে) পনের লক্ষেরও বেশী আর্থিক কুরবানী পেশ করার জন্য উপদেশ করেন সুতরাং সর্বপ্রথম হুজুর আকদাস (আইঃ) নিজের তরফ হইতে এই 'সদকা-জারীয়াতে' তিন হাজার সাত শত টাকা এবং হযরত বেগম সাহেবা (মুদ্দা যিল্লুহাল আ'লী)-এর পক্ষ হইতে চার শত বাইশ টাকা নতুন বৎসরের ওয়াদা নোট করান। অতঃপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে আনসারুল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে উপস্থিত ভ্রাতা-ভগ্নিগণের পক্ষ হইতে পেশকৃত ওয়াদার পরিমাণ ১,১১,৭৩৬/- টাকায় উপনীত হয়। অনেকে নগদও আদায় করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে আমাদের বিনীত দোওয়া এই যে, তিনি যেন বাংলাদেশের জামাত সমূহকে তাহ্‌রীকে-জদীদের নব বৎসরের ওয়াদা ও চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে হুজুরের আহ্বানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত আগাইয়া আসার এবং উপরে উল্লেখিত কুরবানীর নেক নমুনাকে অনুসরণ করার তওফিক দান করিয়া অশেষ রহমত ও পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমীন। ('আহ্‌মদী রিপোর্ট')

ঘাটুরা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তরবিয়তী সভা

বিগত ৬ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখে আসরের নামাযের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাটুরায় একটি তরবিয়তী সভা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ ছাড়াও আশেপাশের জমাতসমূহ হইতে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনাও যোগদান করেন। মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ, সদর মুরুব্বীর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইয়াকুব লস্কর ও নজম পাঠ করেন স্থানীয় মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব বাবিবুল্লাহ। অতঃপর তিনি তরবিয়ত ও হযরত

খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বর্তমান তাহারীকাতের গুরুত্বের উপর বক্তৃতা করেন। তারপর মৌলানা এজায আহ্‌মদ সাহেব আহ্‌মদী জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও দায়িত্বাবলীর উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট আব্দুল জাহের হাজারী সাহেব সমাপ্তি ভাষণে জামাতের সকলকে নিয়মিত চাঁদা আদায় বাজামাত নামায এবং খলিফা ও নেযামের এতাআতের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে নাস্তা ও চা-পানে আপ্যায়িত করা হয় এবং দোওয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ('আহ্‌মদী রিপোর্ট')

ময়মনসিংহে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা

বিগত ৬/১১/৭৭ তারিখ বাদ মাগরিব ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে 'দারুল হামদ'-এ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জাকিউদ্দিন আহ্‌মদ। আমাতুহু ছামী ফারহাতের (বয়স পাঁচ বছর) কোরআন তালাওয়াতের পর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব আহমদীয়া শাখা তানযীমগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করেন। অতঃপর বাংলাদেশ মজলিসে খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমায় পুরস্কার বীজয়ী খুদ্দামদের মধ্যে মেসার্স আমীর হোসেন, আব্দুল বাতেন এবং আহমদ তবশীর চৌধুরী 'প্রকৃত মোমেনের পরিচয়'-এর উপর তাদের স্ব স্ব প্রবন্ধ পাঠ করে শুনান। এরপর ইজতেমায় যোগদানকারী জেরে তবলিগ জনাব সফিউল হক খান মিল্কী তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। উক্ত সভায় ঢাকার বিভাগীয় কয়েদ জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞাও এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল শেষে সভাপতির ভাষণের পর সভার কার্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত গয়ের আহ্‌মদী এবং হিন্দু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কৃষি বিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে জাতি সংঘের প্রতিনিধি সুদান নিবাসী আরবী ভাষী ডক্টর সালাহ উদ্দীন মুওয়া, পি, এইচ, ডি-ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে জামাতের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর বিবরণ প্রদানে করা হয় এবং 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' পুস্তকের আরবী অনুবাদ 'আল খিতাবুল জলিল ফি উসুলিল ইসলামীয়া' পুস্তকটি পেশ করা হয়। সকল শেষে জামাতের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে নাস্তা ও চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

(সংবাদ দাতা : মোঃ আবদুল বাতেন, মোতামাদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, ময়মনসিংহ)।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৫তম সালানা জলসা উদযাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত এবং ফজলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫৫তম সালানা জলসা বিগত ২২শে ও ২১শে অক্টোবর তারিখে সার্বিক সাফল্যের সহিত উদযাপিত হইয়াছে (আলহামদুলিল্লাহ্‌)।

২২শে অক্টোবর শনিবার বাদ নামায যোহর ও আছরের (জমা) পর জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব। তেলাওয়াতে কোরআন এবং নযম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, সেক্রেটারী, ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ, বাঃ আঃ আঃ উক্ত ভাষণে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এই ঐতিহ্যবাহী মহতী সালানা জলসায় আজ উদ্বোধনী ভাষণ দান করার কথা ছিল মোহতরম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়া-এর কিন্তু ভীষণ ভাবে পীড়িত থাকার কারণে তিনি এই জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তাই উপস্থিত সকল বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি মোহতারম আমীর সাহেবের দ্রুত এবং আশু রোগমুক্তি কামনা করিয়া তিনি দোওয়া করিতে আবেদন জানান। অতঃপর তিনি জলসার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর নসিহত সমূহের আলোকে সারগর্ভ আলোচনার পর ইজতেমায়ী দোওয়ার দ্বারা উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, নামায ও দোওয়ার গুরুত্ব এবং শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ (আঃ) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর অত্যন্ত জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ্‌ সাহেব; মৌঃ মাহমুদ আহমদ সাহেব (রাবওয়া), মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব এবং মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব। সর্বশেষ সভাপতির ভাষণ দান করেন অধিবেশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব। এই ভাষণ অত্যন্ত গঠনমুলক এবং আকর্ষণীয় হয়।

আজকের দিনের একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল "তবলিগী প্রদর্শনী" যাহা অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রারম্ভে জনাব মোহাম্মাদ আলী সাহেব ফিতা কাটিয়া উদ্বোধন করেন। অতঃপর তিনি আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের সৌন্দর্যের উপর প্রদর্শিত বিভিন্ন দিক এবং হযরত খলিকাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ সফরের উপর প্রদর্শিত ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখন।

২৩শে অক্টোবর সকাল ৮-১৫ মিনিটে জলসায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব। তালাওয়াতে কোরআন পাক ও নযম পাঠের পর—আনসারুল্লার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, জামাতে আহমদীয়া ও এশায়াতে ইসলাম, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কোরবানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ঈমান উদ্দীপক জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, জনাব মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং মৌঃ বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব।

তৃতীয় এবং শেষ অধিবেশন শুরু হয় নামায জোহর ও আছরের (জমা) পর বেলা ২.৩০ মিনিট হইতে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, তালাওয়াতে কোরআন পাক ও নজম পাঠের পর শান-এ-হযরত খাতামান নবীয়িন (সাঃ), ওফাতে ঈসা (আঃ), দজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ ও তাহাদের পরিণাম এবং কুরআন করীমের ফযিলত সম্বন্ধে ইমান বর্ধক জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, মোহাম্মাদ খলিলুর রহমান সাহেব, মৌঃ মাহমুদ আহমদ সাহেব (রাবওয়া), সর্বশেষ সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মৌঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব, প্রেশিডেন্ট আঃ আঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উক্ত মহতী এবং রূহানীয়তপুর্ণ সালানা জলসায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু-সংখ্যক আহমদী এবং গায়ের আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। পাকিস্তান হইতেও একজন সদর মুরুব্বী উক্ত জলসায় যোগদান করেন (আমিন)।

(রিপোর্ট—মোশাররফ হুসেন, বিঃ বাড়ীয়া)।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে;

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম তাঁহার রসুল এবং খাত'মুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar